

আরডিএ ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া  
বর্ষ সমাপনী-২০২০ এর জন্য নমুনা প্রশ্ন  
একাদশ শ্রেণি  
বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

মাসি-পিসি:

১। স্বামীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে বাপের বাড়ি চলে আসে জহুরা। চাচা-চাচি ছাড়া তার আপন বলে কেউ নেই। স্বামী নিতে এলে তারা যেতে দেয়নি জহুরাকে। পরবর্তীতে জহুরার স্বামী দল-বল নিয়ে এসে জোরপূর্বক তাকে নিয়ে যেতে চাইলে তার চাচা-চাচি দা-কুড়াল নিয়ে আক্রমণ করে তাদের তাড়িয়ে দেয়। নিজ সন্তান স্নেহে তারা জহুরাকে লালন করতে থাকেন।

- ক. ‘বজ্জাত হোক,খুনে হোক,জামাই তো।’ –উক্তিটি কে করেছে? ১
- খ. ‘মেয়ে লোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে লজ্জা করে।’ – ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে ‘মাসি-পিসি’ গল্পের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে – ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “‘মাসি-পিসি’ গল্পের মাসি-পিসির বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।” –কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪
- ২। কলাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সাহেদা বেগম স্বামী মারা যাওয়ার পরে চরম বিপাকে পড়েন। নিজে ও দু সন্তানকে নিয়ে কীভাবে বাঁচবেন-দুশ্চিন্তায় পড়েন। তার ওপর বড় মেয়ে সুফিয়াকেও স্বামী বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেঁচে থাকার তাগিদে মা-মেয়ে মিলে সিদ্ধান্ত নেন তারা মাছ ধরার কাজ করবেন। শুরু হয় সমুদ্রে মাছ ধরার দুঃসাহসিক কাজ। প্রথম দিকে অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়লেও সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেন। অনেক দুশ্চিন্তা লোকের সাথেও লড়াই করতে হয়। এখন তারা স্বাবলম্বী ও জীবনযুদ্ধে জয়ী।

৩। বিয়ের পরে জবা বুঝতে পারে তার স্বামী নরেশ নেশা করে। এরপর প্রায় প্রতিরাতেই নেশা করে এসে মনের সুখে পেটাতো তার স্ত্রী জবাকে। নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে সে চলে আসে বাপের বাড়িতে। কিছুদিন পরে শ্বশুর মারা গেলে সম্পত্তির লোভে নরেশ জবাকে নিতে আসে।

- ক. ‘কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার’- উক্তিটি কার? ১
- খ. “যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি” – কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের নরেশ ‘মাসি-পিসি’ গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? বুঝিয়ে লেখ। ৩
- ঘ. “পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সমাজে নারীর প্রতি বিভীষিকাময় অত্যাচারের দুটি প্রামাণ্য দলিল উদ্দীপক ও ‘মাসি-পিসি’ ৪
- রেইনকোট:

১।



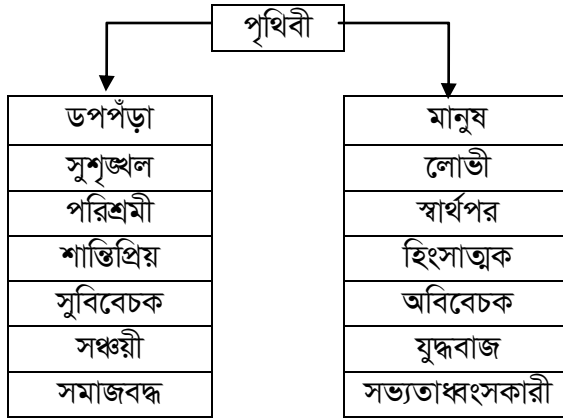
২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালের গণহত্যার চিত্র

- ক. ‘এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার’ – উক্তিটি কে করেছিলেন? ১
- খ. “ইসহাক নিজেই এখন মিলিটারি কর্নেল বললেও চলে।” – কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে।? ২
- গ. উদ্দীপকের চিত্রটি ‘রেইনকোট’ গল্পের সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকটি ‘রেইনকোট’ গল্পের খণ্ডচিত্র।” –মূল্যায়ন কর। ৪
- ২।

কাজলা দিদি প্রাণ দিয়েছে খান সেনাদের হাতে,  
দিদির শোকে ঘুম আসে না জোসনা বরা রাতে।  
গঞ্জ-গাঁয়ে দস্যু সেনা ছুঁড়লো ভীষণ গুলি,  
লক্ষ মানুষ প্রাণ যে দিলো উড়লো মাথার খুলি।

ক. মিন্টু কয় তারিখে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলো ?	১
খ. পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য প্রিন্সিপাল সাহেব সব স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন কেন?	২
গ. উদ্দীপকে ‘রেইনকোট’ গল্পের কোন দিক ফুটে উঠেছে ? ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. “ উদ্দীপকে ‘রেইনকোট’ গল্পের মূলভাবের প্রতিফলন ঘটেনি। ”-নিরূপণ কর।	৪
৩। ‘আমাদের দুর্বলতা, ভীর্ণতা কলুষ আর লজ্জা সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক; আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।’	
ক. নুরুল হুদার স্ত্রীর নাম কী?	১
খ. ‘ক্রাকডাউনের রাত’ বুঝিয়ে লেখ।	২
গ. ‘রেইনকোট’ গল্পের রেইনকোট এবং উদ্দীপকের আসাদের শার্টের প্রভাবের সাদৃশ্য দেখাও।	৩
ঘ. ‘প্রকৃত যোদ্ধার স্মৃতি, তার ব্যবহার্য জিনিসও সাধারণ মানুষকে সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত করে।’- উক্তিটি উদ্দীপক ও ‘রেইনকোট’ গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।	৪
৪। বৈশাখের রত্ন জামা আমাকে পরিয়ে দে মা আমি তোর উজার ভাঁড়ারে বারুদের গন্ধে বুক ভরে নেব। আমি জানি আমার শার্টের রক্তের দগ্ধদগে চিহ্ন তোর পতাকার বুকুর ভিতর দাউ দাউ জ্বলছে আমি রক্তের প্রতিশোধ নেব মা-রে রক্তের বদলে আমি রক্ত শুষে খাব।	
ক. ‘ট্রান্সপারেন্ট’ শব্দের অর্থ কী?	১
খ. ‘মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর।’-ব্যাখ্যা কর।	২
গ. ‘বৈশাখের রত্ন জামা’ এবং ‘রেইনকোট’ গল্পের ‘রেইনকোট’-এর মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয় কর।	৩
ঘ. “ মিন্টুর ‘রেইনকোট’ এবং ‘বৈশাখের রত্ন জামা’ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক। ”-মূল্যায়ন কর।	৪
৫। তবিবর মিঞা দু মাস আগেও চৌধুরী গ্রুপে বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে কাজ করেছে। পঁচিশে মার্চের ক্রাক-ডাউনের পর শহরে আর্মি নামায় সবকিছু পাল্টে গেছে। উর্দুভাষী বিহারী তবিবর যেন ফৌজদার হয়ে গেছে। তার উর্দুর তোড়ে ধর্মীয় শিক্ষক নাসির খান পর্যন্ত হিমশিম খান। সে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করে সার্কিট হাউজের আর্মি ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে বড় তৎপর।	
ক. কে একটু বাচাল টাইপের?	১
খ. ‘সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড়ো অপরাধ।’-ব্যাখ্যা কর।	২
গ. উদ্দীপকের তবিবর ‘রেইনকোট’ গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? কীভাবে ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. “উদ্দীপকের তবিবররাই ৭১-এ এদেশের লাখো জনতা হত্যা ইন্ধন জুগিয়েছিল।”- বিশ্লেষণ কর।	৪
<b>মহাজাগতিক কিউরেটর:</b>	
১। দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত, মানুষে মানুষে হল কত হানাহানি। এবার মোদের পুণ্যে সমুদিকে প্রেমের প্রভাত, সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দ্যের বাণী। হিংসা-দ্বেষ রহিবে না কেহ কা’রে করিবে না ঘৃণা পরস্পরে বাঁধি দিব প্রীতির বন্ধন।	
ক. একে অন্যের ওপর কোন বোমা ফেলছে?	১
খ. ‘তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর মানুষ এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী?’ ব্যাখ্যা কর।	২
গ. উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের কোন দিক প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. “ উদ্দীপকের আহ্বান ও ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের লেখকের আহ্বান একসূত্রে গাঁথা। ”-মূল্যায়ন কর।	৪
২। হাজারীবাগ ট্যানারি মালিকরা খরচ বাঁচাতে ট্যানারির ময়লা-আবর্জনা ও দূষিত পানি পরিশোধন না করেই সরাসরি বুড়িগঙ্গায় ছেড়ে দেয়। এতে পানি দূষণ হচ্ছে মারাত্মকভাবে, বিপন্ন হয়ে গেছে জলজ প্রাণীর জীবন, বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে জলজ প্রাণী দিন দিন।	
ক. কোন প্রাণীটি নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে ?	১
খ. ‘সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়’- উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?	২

- গ. উদ্দীপকের অংশটুকু ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মানুষ সম্পর্কে কিউরেটরদের মন্তব্য কি তুমি ঠিক মনে কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪
- ৩। পত্রিকায় প্রকাশ বরগুনার তালতলীর সুন্দরবন অংশে এবং লাউয়াছড়ার সংরক্ষিত উদ্যানে একধরনের নির্মম হিংস্র মানুষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় বৃক্ষের গোড়া পুড়িয়ে বৃক্ষ হত্যা করছে।
- ক. পৃথিবীতে কোন প্রাণী সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে? ১
- খ. “দেখেছ বাতাসে কত দূষিত পদার্থ?”-এর কারণ দর্শাও। ২
- গ. উদ্দীপকের বৃক্ষ হত্যা ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? আলোচনা কর। ৩
- ঘ. “মানুষ স্বেচ্ছা ধ্বংস সাধনে সক্রিয়” উদ্দীপক ও ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৪। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান  
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে  
চলে যেতে হবে আমাদের।  
চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ,  
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,  
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি  
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
- ক. ‘কিউরেটর’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. ‘কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বুদ্ধিমান প্রাণী’- বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে ও ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে মানুষের দায়বদ্ধতা অনস্বীকার্য-বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৫।



- ক. সব প্রাণীর মূল গঠনটি হয়েছে কী দিয়ে? ১
- খ. প্রকৃতিকে মানুষ দূষিত করে ফেলেছে কীভাবে বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকটি ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মহাজাগতিক কিউরেটররা কাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে শনাক্ত করেছিল, কেন?— উদ্দীপক ও ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৬। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, কিন্তু এই মানুষই মানুষকে হত্যা করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ ইত্যাদি সব যুদ্ধ মানুষই মানুষের বিরুদ্ধে করেছে। দেশ এবং জাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। দিন দিন মানুষ ধ্বংসাত্মক জীবে পরিণত হচ্ছে।
- ক. কারা প্রাণিজগতে একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী? ১
- খ. মানুষ কীভাবে প্রকৃতিকে দূষিত করে ফেলেছে? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের সম্পর্ক তুলে ধর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকটি ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের সমগ্রভাব ধারণ করেনি।”—বিশ্লেষণ কর। ৪

## আঠারো বছর বয়স:

১। সবুজ শান্তিপুর গ্রামের মেধাবী ছাত্র। এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি.-তে জিপিএ ফাইভ পেয়ে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। ভর্তি হওয়ার পরে কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যায়। নেতাদের নির্দেশে সে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়-নইলে হল ছাড়তে হবে, এমনকি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। গ্রামের শান্ত-সহজ-সরল-মেধাবী সবুজ এখন ক্যাডার সবুজ নামে পরিচিত।

ক. ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন? ১

খ. “এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।”-কেন কবি এ প্রত্যাশা করেছেন? ২

গ. উদ্দীপকে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলন ঘটেনি।”-মূল্যায়ন কর। ৪

২। নাফিস ও সুমন ষষ্ঠ শ্রেণি হতে একসাথে পড়ে। এস.এস.সি. পরীক্ষায় এ প্লাস পেয়ে দুজন ভর্তি হয় ঢাকার একটি বিখ্যাত কলেজে। ভর্তির কিছুদিন পরে সুমন খারাপ সহপাঠীর সাথে মিশে নানা অপকর্ম ও নেশার সাথে জড়িয়ে পড়ে। এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় নাফিস আবারও এ প্লাস পায় আর সুমন কোনো রকমে পাস করে। নাফিস ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। আঠারো বছর বয়সী দুই বন্ধুর জীবন দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত আজ।

ক. ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১

খ. ‘এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে’ চরণটি ব্যাখ্যা কর? ২

গ. উদ্দীপকে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার কোন দিক ফুটে উঠেছে-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নাফিস ও সুমন একই পথের যাত্রী হয়েও সুমন কেন লক্ষ্যচ্যুত হলো তার কারণ ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৩। ঝড়ের রাতে, বৈশাখী দিনে, বরষার দুর্দিনে  
অভিযাত্রিক। নির্ভীক তারা পথ লয় ঠিক চিনে।

হয়ত বা ভুল। তবু ভয় নাই, তরুণের তাজা প্রাণ  
পথ হারালেও হার মানে নাকো, করে চলে সন্ধান  
অন্য পথের, মুক্ত পথের সন্ধানী আলো জ্বলে  
বিন্দ্রি আঁখি তারকার সম, পথে পথে তারা চলে।  
প্রাণের শিখার দীপ্তিতে জ্বলে ভাল,  
হার মানে মহাকাল।

ক. ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১

খ. ‘এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. ‘হার মানে মহাকাল’-এর সাথে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার কোন বক্তব্যের সাদৃশ্য রয়েছে। ৩

ঘ. ‘তারুণ্য ও যৌবনশক্তি জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হতে পারে।’-উদ্দীপক ও ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতা অনুসরণে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। ট্রেনে আগুন লেগেছে বুঝতে পেরে যুবক শাফিন ট্রেনের ড্রাইভারের কাছে পৌছানোর দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং হাজার প্রাণ রক্ষায় ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। যদিও এ-কাজ করতে গিয়ে তার একটি হাত ভেঙে গিয়েছিল, তবুও অতগুলো মানুষকে রক্ষা করতে পেরেই সে খুশি।

ক. আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে কী ভাঙতে চায়? ১

খ. ‘স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি’- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার দুঃসাহসী তারুণ্যের স্বরূপ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. ‘এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে’ উদ্দীপকের আলোকে কবির এই কামনার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে। পক্ষ দল তারুণ্য-শক্তির জয়গানে মুখর। অন্যদিকে বিপক্ষ দল বলছে তারুণ্য-শক্তির নেতিবাচক দিক নিয়ে। কিন্তু সভাপতি এই বলে বিতর্কের সমাপ্তি টানলেন যে, সব শক্তিরই দুটো দিক আছে, ইতিবাচক ও নেতিবাচক। তারুণ্য শক্তির এর ব্যতিক্রম নয়। তবে তারুণ্য শক্তির ইতিবাচক দিকটিই প্রবল।

ক. ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার উৎস কী? ১

খ. “এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা”-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পক্ষ দলের মতামত ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতা অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের সভাপতি যেন ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিরূপ।”- যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর। ৪

## আমি কিংবদন্তির কথা বলছি:

১। এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।

এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।

আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।

এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে।

শুধাও আমাকে এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে?

ক. যে সাঁতার জানে না তাঁকে কে ভাসিয়ে রাখে? ১

খ. ‘পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিলো’-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ১ম দুই চরণে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় প্রতিফলিত দিক তুলে ধর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকটিতে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার মূলভাবের প্রতিফলন ঘটেনি।” বিশ্লেষণ কর। ৪

২। আমার বৃদ্ধা মাতার

কণ্ঠে নেই আর্ত হাহাকার, নেই

অভিসম্পাত- কেবল

দুর্মর ঘৃণার আগুন; কোনো

সান্ত্বনাবাক্য নয়, নয় কোনো

বিমর্ষ বিলাপ;

ক. কবি কার মৃত্যুর কথা বলেছেন? ১

খ. ‘বিচলিত স্নেহ’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের ভাবটির সাথে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার বৈসাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. “উদ্দীপকটিতে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার মূল ভাবকে ধারণ করেছে কি?”- তোমার মতামত দাও। ৪

৩। বাঙালি চিরকালই নিরীহ ও নম্র বলে পরিচিত। এই পরিচয়ের সুযোগে বাংলার মানুষদের উপর বিভিন্ন সময়ে আঘাত হেনেছে ভিন্ন জাতিসত্তার ক্ষমতাস্বার্থী মানুষগুলো। কিন্তু বাঙালি এই অত্যাচার দীর্ঘদিন সহ্য করেনি। যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহ আর মতাদর্শের বিকাশ হতে হতে আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম এই বাংলায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

ক. কবির পূর্বপুরুষ অরণ্য এবং কিসের কথা বলতেন? ১

খ. ‘কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।’-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার কোন দিক তুলে ধরেছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।”-মূল্যায়ন কর। ৪

৪। গোলাপি শমশের মোল্লার বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করে। তার মা এ বাড়িতে একই কাজ করত। সেদিন সামান্য কাচের বাসন ভাঙার অপরাধে মেয়ে তার পিঠে জখম করে দেয়। সে যেন বংশ পরম্পরায় দাসত্ব জীবনযাপন করছে।

ক. জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি কী কবিতা? ১

খ. “তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল”-বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের নির্যাতনের দিকটি ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. ‘উদ্দীপকের গোলাপি পূর্বপুরুষের প্রতিচ্ছবি মাত্র।’-কথাটি উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

## রক্তে আমার অনাদি অস্থি:

১।

সে মাটির বুকে

বীররক্তে বীর্যবান হয়ে

জন্ম নেবে চিরজীবী প্রাণ

জন্ম নেবে চিরমুক্ত বাঙালি সন্তান!!

ক. ‘হেম’ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. “মুগ্ধ মরণ বাঁকে বাঁকে ঘুরে”-বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকে ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতার প্রতিফলিত দিকটি বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতার পূর্ণভাবের প্রতিফলন ঘটেনি।” ৪

পাপাশ্রয়ী পরজীবী  
 যতই লুপ্তন করে শস্য, পাট, পণ্য, ঘরে ঘরে  
 ছড়ায় অমেয় শোক, ধর্মনাশ হত্যার ছায়া  
 ঘেরে আর্ত গৃহস্থালি, চতুর্গুণ হিন্দু-মুসলমান,  
 বাংলার বাঙালি তত জানে জন্মমৃত্যুর বন্ধনে  
 অভিন্ন আপন সত্তা

- ক. ‘স্বনিষ্ঠ সনেট’ কোন ধরনের গ্রন্থ? ১
- খ. “পলিতে পলিতে হেম”-বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকে পাপাশ্রয়ী পরজীবী বলে যাদের ধিক্কার দেওয়া হয়েছে, তাদের সাথে ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতার কাদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের অভিন্ন আপন সত্তার স্বরূপ ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৩। তপু বাংলাদেশ জাতীয় দলের একজন ক্রিকেটার। খেলা গুরুত্বপূর্ণ আগে জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় তাঁর চোখে জল আসে। মনে হয় তার অস্তিত্বে তিনি জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি ধারণ করেছেন। তিনি কেবল একজন মানুষ হিসেবে খেলছেন না; খেলছেন সমগ্র জাতির হয়ে।
- ক. ‘গণমানবের তুলি’ অর্থ কী? ১
- খ. “ভয়াল ঘূর্ণি”-বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. দেশের প্রতি মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকে তপু এবং ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতার কবির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “প্রকৃত দেশপ্রেমিক জাতিসত্তা থেকে নিজ সত্তাকে পৃথক করে ভাবতে পারে না।” উদ্দীপক ও ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অতি লোভে তাঁতী কষ্ট ।	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ।
এক অগ্রহায়নে শীত যায় না ।	এক মাঘে শীত যায় না ।
চোরে চোরে মামাতো ভাই ।	চোরে চোরে মাসতুতো ভাই ।
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত ।	দশচক্রে ভগবান ভূত ।
বৃক্ষে কাঁঠাল, গৌফে তেল ।	গাছে কাঁঠাল, গৌফে তেল ।
যেমন বুনো কচু তেমনি টক তেঁতুল ।	যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল ।
এভাবে হাটে কলস ভাঙা ঠিক হয়নি ।	এভাবে হাটে হাঁড়ি ভাঙা ঠিক হয়নি ।
দরিদ্রের কথা বাসি হলে ফলে ।	গরিবের কথা বাসি হলে ফলে ।
দু ভাইয়ের মধ্যে যেন সাপে-বেজিতে সম্পর্ক ।	দু ভাইয়ের মধ্যে যেন সাপে-নেউলে সম্পর্ক ।
পিপিলিকার পাখা উঠে উড়িবার তরে ।	পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে ।
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয় ।	দৈন্য প্রশংসনীয় নয় ।
সবিনয়পূর্বক নিবেদন ।	সবিনয় নিবেদন ।
তাহার বৈমাট্রেয় সহোদর অসুস্থ ।	তাহার বৈমাট্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ ।
স্টেশন মাস্টার স্টেশনে ছিলেন না ।	স্টেশন মাস্টার স্টেশনে ছিলেন না ।
কথাটি সঠিক নয় ।	কথাটি ঠিক নয় ।
মনিষীদের কথা প্রাতঃস্মরণীয় ।	মনীষীদের কথা প্রাতঃস্মরণীয় ।
সকল ছাত্র-ছাত্রীগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল ।	সকল ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসে উপস্থিত ছিল ।
বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।
তিনি আইনজীবির উপস্থিতিতে সাক্ষী দিয়েছেন ।	তিনি আইনজীবীর উপস্থিতিতে সাক্ষ্য দিয়েছেন ।
মুমূর্ষ ব্যক্তির গুশ্রুষা কর ।	মুমূর্ষু ব্যক্তির গুশ্রুষা কর ।
এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার ।	এটা লজ্জাকর ব্যাপার ।
এ কথা প্রমান হয়েছে ।	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে ।
অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল ।	অশ্রুতে বুক ভেসে গেল ।
মন্ত্রিসভায় সকল সদস্যগণ উপস্থিত আছে ।	মন্ত্রিসভায় সকল সদস্য উপস্থিত আছেন ।
বাংলাদেশ একটি উন্নতিশীল দেশ ।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ ।
তিনি স্বস্ত্রীক ঢাকা গেছেন ।	তিনি সস্ত্রীক ঢাকা গেছেন ।
অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য হবেন ।	অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করবেন ।
কৃতিবাসের রামায়ন খুব জনপ্রিয় ছিল ।	কৃতিবাসের রামায়ণ খুব জনপ্রিয় ছিল ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পূর্বাকাশে সূর্য উদয় হয়েছে।	পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হয়েছে।
সব মাছগুলোর দাম কত ?	সব মাছের দাম কত ?
তোমার দ্বারা সে অপমান হয়েছে।	তোমার দ্বারা সে অপমানিত হয়েছে।
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।	বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে।
শশীভূষণ প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।	শশিভূষণ প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।
দারিদ্রতা শান্তনা মানে না।	দরিদ্রতা/ দারিদ্র্য সান্ত্বনা মানে না।
বিদ্বৈস পরায়নতা ভালো নয়।	বিদ্বৈষ পরায়ণতা ভালো নয়।
তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
আশিষ, ভৌগলিক বানান ভুল সমীচীন নয়।	আশিস, ভৌগোলিক বানান ভুল সমীচীন নয়।
তারা শব পোড়াতে গেল।	তারা শব দাহ করতে গেল।
স্বরস্বতী ও সোড়শ বানান খুব কঠিন।	সরস্বতী ও ষোড়শ বানান খুব কঠিন।
তোমাদের ঐক্যতা থাকা দরকার।	তোমাদের ঐক্য/একতা থাকা দরকার।
অন্যাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
পরপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।	পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।
তাহারা বাড়ী যাচ্ছে।	তারা বাড়ি যাচ্ছে।
অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।	অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।
তার দুরাবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।	তার দুরবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।
মাদকাশক্তি মানুষকে ধ্বংস করে।	মাদকাসক্তি মানুষকে ধ্বংস করে।
উপরোক্ত বাক্যগুলো শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যগুলো শুদ্ধ নয়।
অংক শাস্ত্র নিরশ নয়।	অঙ্ক শাস্ত্র নীরস নয়।
রবী ঠাকুরের গীতাঞ্জলী একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।	রবি ঠাকুরের ‘গীতাঞ্জলি’ একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
যাবতীয় প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।	যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করব।	শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করব।
নদীর জলে অন্ত্যমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।	নদীর জলে অন্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।	সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র।	সে তার শিক্ষকের একান্ত অনুগত ছাত্র।
পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণীয়মান।	পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান।



১। বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে রাসেল ফিরে এল। সে খুবই সুবুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক পর্যন্ত ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যকীয়। কিন্তু প্রথমেই সে আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজন করিল। তা দেখে রাসেলের মা বিস্মিত হলো। তবে রাসেল নিঃসন্দেহান যে, তার অসুখ হবে না।

শুধুরূপ: বৃষ্টি চলাকালীন রাসেল ফিরে এল। সে খুবই বুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যক। কিন্তু প্রথমেই সে আকর্ষণ ভোজন করল। তা দেখে রাসেলের মা ভয় পেলেন। তবে রাসেল নিঃসন্দেহ যে, তার অসুখ হবে না।

২। অজ্ঞানতা আজ আমাদের ঘিরিয়া ধরেছে। আকর্ষণ পর্যন্ত আজ আমরা ভুলের সাগরে ডুবে আছি। সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ে তুলতে হলে বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষকেই একসাথে অগ্রসর হইতে হবে। নচেৎ অশ্রুজল সূনিশ্চিত।

শুধুরূপ: অজ্ঞানতা আজ আমাদের ঘিরে ধরেছে। আজ আমরা ভুলের সাগরে আকর্ষণ ডুবে আছি। সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ে তুলতে হলে বাংলাভাষী সকল মানুষকেই একসাথে অগ্রসর হতে হবে। নচেৎ অশ্রু নিশ্চিত।

৩। আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগি। বানান শুদ্ধতম করে লেখার ব্যাপারে তাহারা সচেষ্টিত নহেই, বরং অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয়, তাহারা যেন ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

শুধুরূপ: আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার ব্যাপারে তারা সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা যেন ভুল করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৪। ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা পরিদর্শন করে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দরা মনে করেন, আগামী ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্যতা বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে অত্র প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মা-বাবাও স্বপ্ন অবলোকন করেন ছেলেটি একদিন তাঁদের জীবনে বয়ে আনবে সুনাম ও সাচ্ছন্দ্য।

শুধুরূপ: ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা দেখে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্য বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মা-বাবাও স্বপ্ন দেখেন ছেলেটি একদিন তাদের জীবনে বয়ে আনবে সুনাম ও সাচ্ছন্দ্য।

৫। দারিদ্র্যতা আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধিশালী। কেবলমাত্র দুর্নীতিই আমাদের পেছনে টানে। এ থেকে মুক্তির পাশাপাশি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষ সখ্যতা।

শুধুরূপ: দারিদ্র্য আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধিশালী। কেবল দুর্নীতিই আমাদের পেছনে টানে। এ থেকে মুক্তির পাশাপাশি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষ সখ্য।

৬। আসছে আগামীকাল আমাদের কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষকগণ উপস্থিত থাকবেন। খবরটা শুনে তুলি আশ্চর্য হলো। সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্যতা আছে।

শুধুরূপ: আগামীকাল আমাদের কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষক উপস্থিত থাকবেন। খবরটা শুনে তুলি আশ্চর্যাব্বিত হলো। সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্য আছে।

৭। তানিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের একজন কৃতি শিক্ষার্থী। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে সে শুধুমাত্র রাত্রিকালীন সময়ে পড়াশুনা করে। আশৈশব পর্যন্ত এটাই ছিল তার অভ্যাস। স্কুল থেকে ফেরার পথে সে একটি দোকান থেকে খাঁটি গরুর দুধ সংগ্রহ করে। দোকানটির সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে সুস্বাগতম। এছাড়া আর এক জায়গায় লেখা রয়েছে— ‘আপনারা স্বপরিবারসহ আমন্ত্রিত’। দোকানির এই রুচিবোধ তানিয়ার ভালো লাগে।

শুধুরূপ: তানিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন কৃতি শিক্ষার্থী। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে সে শুধু রাত্রিকালে পড়াশোনা করে। আশৈশব এটাই ছিল তার অভ্যাস। স্কুল থেকে ফেরার পথে সে একটি দোকান থেকে গরুর খাঁটি দুধ সংগ্রহ করে। দোকানটির সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে স্বাগতম। এছাড়া আর এক জায়গায় লেখা রয়েছে— ‘আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত’। দোকানির এই রুচি তানিয়ার ভালো লাগে।

৮। ইদানীংকালে ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।

শুধুরূপ: ইদানীং ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।

৯। মাননীয় রাষ্ট্রপতি আসছে আগামী কাল রাত ৮ ঘটিকার সময় সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন। আমাদের বন্ধুমহলের সকলের মধ্যে কিন্তু সাজ সাজ উত্তেজনা শুরু হলো।

শুধুরূপ: মাননীয় রাষ্ট্রপতি আগামী কাল রাত ৮ ঘটিকার সময় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন। আমাদের বন্ধুমহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

### খুদে বার্তা :

- ১.নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে খুদে বার্তা লেখ।
২. জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে খুদে বার্তা লেখ।
৩. ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে খুদে বার্তা লেখ।
- ৪.স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে খুদে বার্তা খুদে লেখ।
- ৫.পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করায় অভিনন্দন জানিয়ে খুদে বার্তা লেখ।

### ই-মেইল (বৈদ্যুতিন চিঠি) :

- ১.বন্ধুকে মেডিকেল কলেজ / ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়ে ই-মেইল পাঠাও।
২. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে ই-মেইল পাঠাও।
৩. জরুরি রক্তের প্রয়োজন জানিয়ে তোমার বন্ধুর নিকট একটি ই-মেইল লেখ।
- ৪.বন্ধুর পিতৃবিয়োগে সাঙ্গনা জানিয়ে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।
- ৫.বন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও।
- ৬.পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে বাবাকে একটি ই-মেইল বার্তা লেখ।
- ৭.বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও।

### ব্যক্তিগতপত্র:

১. কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।
২. সম্প্রতি পড়া কোনো বই সম্পর্কে মতামত জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।
৩. তোমার দেখা একটি বিজ্ঞান মেলায় বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।
৪. তোমার দেখা একুশের বই মেলায় বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

### আবেদনপত্র:

১. শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট আবেদনপত্র লেখ।
- ২.একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার/ কর্মকর্তা/ অফিস সহকারী পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।
৩. তোমার কলেজে একটি ক্যান্টিন স্থাপনের জন্য অধ্যক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখ।